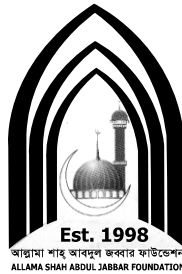


মহানবী ﷺ-এর শানে নিবেদিত

কসীদায়ে গাউসিয়া ও সুরযানী


[আরবী-বাংলা]

মূল
ইমাম শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির আল-জীলানী رحمۃ اللہ علیہ
অনুবাদ ও বিশ্লেষণ
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

মহানবী ﷺ-এর শানে নিবেদিত কসীদায়ে গাউসিয়া ও সুরযানী

মূল: শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির আল-জীলানী 

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল আদিল আল-হাসান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: রবিউল আওউয়াল ১৪৩৬ হি. = জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১১২, বিষয় ক্রমিক: ০২

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শব্দবিন্যাস: *কবিতা/দোহা*

সি/২০৪, পেপার প্লাজা (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেন্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ৪০ [চল্লিশ] টাকা মাত্র

Qasida-e-Gawsiya: By: Shaykh Muhuddin Abdul Qadir Al-Jilani (Rh.),
Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By:
Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-
4100, Bangladesh, Price: 40

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajctg@yahoo.com

www.saaibd.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَلِّغِ الْعَالَمَ بِحَمْدِ اللَّهِ
كَشَفَ الْإِلَهِي بِحَمْدِ اللَّهِ
حَمْدُ اللَّهِ خَصَالَهُ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

﴿صَلَّى اللَّهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

সূচিপত্র

কসীদায়ে গাউসিয়া	০৫
লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৫
শিক্ষাজীবন	০৫
তাঁর রচনাবলি	০৬
কসীদা	১১
কসীদায়ে সুরইয়ানী	১৬

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তঁার পূর্ণ নাম মুহুউদ্দীন আবু মুহাম্মদ ইবনে আবু সালিহ জঙ্গী দোস্ত মোহাম্মদ আলিয়াহি। তিনি একজন সূফীসাধক ও ইসলাম-প্রচারক, তঁার নামে কাদেরিয়া তারীকার নামকরণ হয়েছে। ৪৭০ হিজরীতে (১০৭৭-১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে) জন্ম ও ৫৬১ হিজরীতে (১১৬৬ খ্রিস্টাব্দে) ওফাত পান। পিতৃকুলে তিনি হযরত মোহাম্মদ আনহুম-এর দৌহিত্র হাসান মোহাম্মদ আনহুম-এর সরাসরি বংশধর ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ আস-সাওমাদির কন্যা হযরত ফাতিমা তঁার জননী ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তঁারা দুজনই দরবেশ ছিলেন বলে বর্ণিত আছে। তিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তার নাম বলা হয়েছে নীফ বা নায়ফ, তা কাম্পিয়ান-সাগরের দক্ষিণে গীলান জিলায় অবস্থিত।

শিক্ষাজীবন

১৮ বছর বয়সে তিনি পড়াশোনার জন্য বাগদাদে প্রেরিত হন, সেখানে প্রথমে শ্রদ্ধেয় মাতাই তার খরচপত্র চালাতেন। তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আশ-শায়বানী আল-খতীব আত-তাবরীযী (৪২১-৫০২ হি. = ১০৩০-১১০৯ খ্রি.)-এর নিকট ভাষা শিক্ষা এবং কয়েকজন শায়খ বা উস্তাদের নিকট হাম্বলী (মতান্তরে শাফিঈ) হাদীস-ফিকহ অধ্যয়ন করেন। তিনি তঁার গ্রন্থাবলিতে তিনি সাধারণত হিবাতুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইবনে মুসা ইবনে ইউসুফ মোহাম্মদ আলিয়াহি (৪৪৫-৫০৯ হি. = ১০৫৩-১১১৫ খ্রি.) ও আবু মুহাম্মদ ইবনুল বান্না মোহাম্মদ আলিয়াহি (৩৯৬-৪৭১ হি. = ১০০৬-১০৭৮ খ্রি.)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন। তঁার ৪৮৮ হি. = ১০৯৫ খ্রি. এবং ৫২১ হি. = ১১২৭ খ্রি. সনের মধ্যবর্তী কালীন জীবন সম্পর্কে এটুকু মাত্র জানা যায় যে, এই সময় তিনি সম্ভবত হজ্জ করেন এবং বিয়েও করেন, কারণ তঁার পুত্র কন্যার মধ্যে একজনের জন্ম ৫০৮ হিজরী সনে। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, তিনি ইমাম আবু হানীফা মোহাম্মদ আলিয়াহি-এর কবরের খাদিমও ছিলেন। আবুল খায়র ইবনে মুসলিম আদ-দাব্বাস (০০০-৫২৫ হি. = ০০০-১১৩১ খ্রি.)-এর নিকট তিনি সূফীতত্ত্ব শিক্ষা করেন। দরবেশ বলে যথেষ্ট খ্যাতি থাকায় আল্লামা শারানীর তালিকায় তার নাম আছে। এক সাক্ষাৎকারে ইনি স্থির দৃষ্টিতে তাকালেই আবুল কাদির সূফী মতে দীক্ষিত হয়ে পড়েন। আবুল

খায়রের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে তার যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। আবুল খায়রের খানকাহর মধ্যে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তির অনুপ্রবেশ অন্যান্য শিক্ষারত সাধকদের ক্ষোভ প্রকাশের কারণ হয়েছে বলে মনে হয়। বাগদাদের আবুল আযজের নিকট হাম্বলী ফিকহের একটি মাদরাসা ছিল, সে মাদরাসার অধ্যক্ষ কাজী আবু সাদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-মুখাররমী^১ (০০০-২৪৫ হি. = ০০০-৮৬৮ খ্রি.) তাঁকে খেরকা দান করেন।

৫২১ হি. = ১১২৭ খ্রি. সনে সূফী ইউসুফ আল-হামদানী (৪৪০-৫৩৫ হি. = ১০৪৮-১১৪০ খ্রি.) উপদেশে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম-প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁর শ্রোতার সদস্য ছিল অল্প, ক্রমশ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাগদাদের হালবাদারে বক্তৃতা করে জনগণের মাঝে আসন গ্রহণ করেন, ৫২৪ হি. = ১১৩৩-১১৩৪ খ্রি. সনে জনসাধারণের চাঁদায় পার্শ্ববর্তী অটালিকাগুলো মুবারক আল-মুখাররমীর (সম্ভবত তখন মৃত বা অবসরপ্রাপ্ত) মাদরাসা এলাকার অন্তর্ভুক্ত করেন। শায়খ আবদুল কাদিরকে উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তাঁর কার্যপ্রণালীর প্রকৃতি ছিল সম্ভবত শায়খ জামালুদ্দীন আল-জাওযী^২-এর অনুরূপ। শায়খ ইবনে জুবায়ব^৩ তাঁর অতি সুস্পষ্ট বিবরণ বর্ণনা করে গিয়েছেন।

শুক্রবার প্রাতে ও সোমবার গম্ভ্যায় তিনি তাঁর মাদরাসাতে ওয়াজ করতেন। রবিবার প্রাতে করতেন তাঁর খানকায়। তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে ইমাম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও দরবেশ বলে বিখ্যাত, কেহ বা (যেমন- জীবন চরিত- লেখক সাম আলী) অনুরূপ খ্যাতি লাভ করেন। তার ধর্ম উপদেশ শ্রবণে অনেক ইহুদী ও খ্রিস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয় বলে বর্ণিত আছে, অনেক মুসলমানও এতে নতুন জীবন লাভ করেন। বহুস্থানে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সে সকল স্থান হতে তাঁর নিকট প্রায়ই প্রচুর নয়র-নিয়ায আসত। এর দ্বারা তাঁর ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হত। দেশের সকল অংশ হতে তাঁর আইন সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রেরিত হত। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলোর উত্তর দিতেন। খলীফাগণ ও ওয়াজীগণ তাঁর অনুরক্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তাঁর রচনাবলি

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী^৪-এর সমস্ত গ্রন্থই ধর্ম-সংক্রান্ত এবং প্রধানত তাঁর ধর্মোপদেশ বা বক্তৃতা সংবলিত। তাঁর রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলোর কথা জানা যায়:

^১ তাঁর নাম সকল গ্রন্থে আবু সাঈদ এবং উপাধি মাখযুমী আছে, যা সঠিক নয়।

১. الْحُغْنَةُ لِطَلَبِي طَرِيقِ الْ حَقِّ عَزَّ وَجَلَّ, ধর্মানুষ্ঠান ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক (কায়রো, মিসর, ১১৮৮ হি. = ১৭৭৪ খ্রি.)
২. الْفَتْحُ الرَّبَّانِيُّ وَالْفَيْضُ الرَّحْمَانِيُّ, ৫৪৫-৫৬৪ হি. = ১১৫০-১১৫২ খ্রি. সালে পুস্তকটি ৬২টি ধর্মোপদেশ, পরিশিষ্টসহ (কায়রো ১৩০২) পাণ্ডুলিপিতে সময় সময় সিদ্দীন মজলিস নাম দৃশ্য হয়।
৩. فُتُوْحُ الْغَيْبِ, বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত ও তাঁর পুত্র শায়খ আবদুর রায্যাক কর্তৃক সংকলিত ৭৮টি ধর্মোপদেশ, শেষভাগে তাঁর মৃত্যুকালীন অসিয়াত, পিতৃকুল ও মাতৃকুলে তাঁর বংশ বিবরণ, হযরত আবু বকর রায্যাহু ও হযরত উমর রায্যাহু-এর সাথে তাঁর সিলসিলার সম্পর্কের প্রমাণ। তাঁর ধর্মমত ও তাঁর কয়েকটি কবিতা আছে।^১
৪. حَزْبُ بَشَائِرِ الْخَيْرَاتِ, সূফী মতে প্রার্থনা, (আলেকজান্দ্রিয়া, মিসর ১৩০৪ হি. = ১৮৮৬ খ্রি.)
৫. جَلَاءُ الْخَاطِرِ = فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ (হাজী খালীফা কর্তৃক উল্লেখিত) ধর্মোপদেশ-সংগ্রহ, এর প্রথমটি ও ৫৯তমটির তারিখ একই এবং শেষটির ও দ্বিতীয় পুস্তকের ৫৭তম বক্তৃতা অভিন্ন-সম্ভবত এটি একই পুস্তকের অপর নাম।
৬. আল-মাওয়াহিবুর রাহমানিয়া ওয়াল ফুতুহুর রাব্বানিয়া ফী মারাতিবীল আখলাফিস-সানিয়া ওয়াল মাক মাতুলইর ফানিয়া, এটি রাওদাতুল জান্নাতের ৪৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, ওয় পুস্তকের সাথে অভিন্ন।
৭. য়াওয়াকীতুল হিকম (হাজী খালীফা কর্তৃক উল্লেখিত)
৮. আল-ফুয়ুদাতুর রাব্বানিয়া ফিল আওয়ারাদিল কাদিরিয়া, প্রার্থনা সংগ্রহ (কায়রো, মিসর, ১৩০৩ হি. = ১৮৮৫ খ্রি.)
৯. বাহজাতুল আসরার ও অন্যান্য জীবন চরিত বিষয়ক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ধর্মোপদেশ (ইন্ডিয়া অফিসের হস্তলিখিত পুস্তকের তালিকায় ৬২২ পুস্তক এর অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি, পারসিক লেখকেরা সাধারণত এগুলো মালফুজাতই কাদিরী নামে অভিহিত করে থাকেন।)

এসব গ্রন্থে শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রায্যাহু একজন সুযোগ্য ধর্ম-শাস্ত্রবিদ এবং আগ্রহী, অকপট ও বাগ্মী প্রচারক রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। বহু ধর্মোপদেশ তাঁর গ্রন্থ গুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাতে দশভাগে বিভক্ত ৭৩টি ইসলামী ফীরকার (ধর্ম সম্প্রদায়) বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সময় সময় তিনি মুবাররাদ প্রভৃতি বৈয়াকরণিকের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কুরআনের প্রাচীন




^১ আশ-শাতনুফী, বাহজাতুল আসরার, কায়রো, মিসর, হাশিয়া (১৩০৪ হি. = ১৮৮৬ খ্রি.)



ভাষ্যকার ও সূফী দরবেশের উল্লেখ করেছেন। এ পুস্তকের সর্বত্র সংযতভাবে তিনি কড়াকড়ি সুন্নি মতবাদ ব্যক্ত করেছেন, কুরআনের কয়েকটি গুঢ়ার্থ বোধক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বিশেষ পদ্ধতিতে কতগুলো যিকর ৫০ বা ১০০ বার পড়িয়া সুপারিশ এতে করা হয়েছে। দ্বিতীয় পুস্তকের ধর্মোপদেশগুলো মুসলিম সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট সম্পদ। এগুলোর মর্মবাণী হলো দান-খয়রাত ও বিশ্ব প্রেম। তাঁর বক্তৃতায় সূফী পরিভাষার ব্যবহার নিতান্ত বিরল, সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে বুঝতে খুব অসুবিধা হবে এমন শব্দ একটাও নেই। বক্তৃতাগুলোর সাধারণ আলোচ্য বিষয় হলো কিছুকাল ত্যাগ ব্রত পালনের প্রয়োজনীয়তা, এ সময়ের মধ্যে সাধক যেন নিজেকে পৃথিবীর আসক্তি মুক্ত করতে পারে, তৎপর সংসারে প্রত্যাবর্তন করে বিষয় ভোগ ও অন্যান্যকে দীক্ষা দান করতে পারে। ইহলোকের পুরস্কারই হোক, আর পরলোকের পুরস্কারই হোক, সাধক ও আল্লাহর মধ্যে পর্দা এবং সাধকের চিন্তা কেবল আল্লাহর দিকেই ধাবিত হওয়া উচিত।

এই সূফী মতবাদ তাঁর লেখার একটি প্রসঙ্গ। এমনকি নিজেদের পরিজনকে বাদ দিয়ে দরবেশদেরকে দান করার জন্য শ্রোতাদের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। বক্তা নিজের কথা খুব কমই বলেছেন এবং খুব সংযতভাবে তিনি নিজেকে পৃথিবীর লোকের স্পর্শ মণি বলেছেন, অর্থ তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে কে উদাসীন, কে সমুৎসুক- তিনি পৃথক করতে পারেন। পক্ষান্তরে তিনি জোরের সাথে দাবী করেন যে, কেবল আল্লাহর অনুমতি লাভের পরেই তিনি বক্তৃতা দেন।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি
লিআলায়হি সম্পর্কে তাঁর শিষ্য আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-বাগদাদী, আবদুল মুহামিন আল-বাসরী ও আবদুল্লাহ ইবনে নাসর আল-সিন্দীকী প্রদত্ত বিবরণ। (আনওয়ারুন নাজির নামে অভিহিত, বাহজাতুল আসসার, বর্তমানে দুর্লভ।)

সামআলীর চরিতা বিধানে জীল শিরোনামের নিয়ে তাঁর নাম লিখে পরে খানিকা জায়গা খালি রাখা হয়েছে। মুওয়াফফা কুদ্দীন আবদুল্লাহ আল-মাকদিসী তাঁর জীবনের শেষ ৫০ দিন তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করেন। তিনি লিখেছেন যে, বাগদাদের লোকেরা বড়পীর সাহেবকে অত্যন্ত সম্মান করত। তাঁর অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক আবুল ফারাজ ইবনুল জাওয়ী বক্তা হিসেবে তাঁর সফলতার কথা বর্ণনা করেন, ভাবাবেগে তাঁর কতিপয় শ্রোতার মৃত্যু ঘটে। এই লেখকের পৌত্র মিরাতুয যামানে বড়পীর সাহেবের কয়েকটি কারামতের কথা লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল আরাবী (৪৬৮-৫৬০ হি. = ১০৭৬-১১৪৮ খ্রি.)-এর গ্রন্থ তাকে ন্যায়বান তার যামানার কুতুব এই তরীকার বাদশাহ, মানুষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শায়খ আবদুল কাদির  মাতৃগর্ভে থাকতেই আল্লাহর তারীফ করেন, এই বর্ণনাও ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়। ৭১৩ হিজরীতে (১৩১৪ খ্রি.) মৃত জনৈক গ্রন্থকারের বাহজাতুল আসরার নামক গ্রন্থে শায়খ আবদুল কাদির জিলানী  দ্বারা সম্পাদিত এমন বহু কারমাতের বিবরণ আছে যা বহু সাক্ষী-পরস্পরা দ্বারা সমর্থিত। ইমাম তকী উদ্দীন আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮ হি. = ১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) ঘোষণা করেন যে, বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য যা দরকার এই বর্ণনাগুলোতে তার সবই রয়েছে; তবে অন্যরা ততটা বিশ্বাস করেন না। অলীক কাহিনী আছে বলে ইমাম যাহাবী  পুস্তকখানা পাঠের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন, পক্ষান্তরে শায়খ ইবনুল ওয়ারদী তাঁর পুস্তকে সেসব কাহিনী বর্ণনা করেন।

বাহজাতুল আসরারে প্রথমে কতগুলো লোকের তালিকা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা শায়খকে বলতে শুনেন, আমার পা প্রত্যেক দরবেশের গলার ওপর অনুরূপভাবে তিনি দাবি করেছেন যে, তিনি জ্ঞানের সত্তরটি দ্বারের যার এক একটা স্বর্গ-মতের দূরত্ব অপেক্ষা প্রশস্তের অধিকারী ইত্যাদি। শায়খ আবদুল কাদির -এর পরবর্তীকালের অনুসারীগণ যেমন- ফারসি পুস্তক মাখযনুল কাদিরিয়ার লেখক প্রথম উক্তিটির সার্বজনীন প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এটি বলা তার পক্ষে ন্যায় সঙ্গতই হয়েছে। অধিকতর ধর্মনিষ্ঠ লেখকেরা এতে শুধু তার উচ্চ মর্যাদারই সাক্ষ্য দেখতে পান। শায়খ আবদুল কাদির -এর প্রামাণ্য রচনায় এই শ্রেণীর উক্তি পাওয়া যায় বলে বোধ হয় না। (তবে তাঁর প্রতি আরোপিত কয়েকটি কবিতায় অনুরূপ উক্তি আছে, যেমন- কসীদায়ে গাউসিয়াতেও আছে।)

মূলত তিনি মুফাসসির, মুহাদ্দিস, হাফিয় ও ফকীহ ছিলেন, তবে তারা তাঁকে দরবেশদের সুলতান বলে অভিহিত করেন এবং মুশাহিদুল্লাহ, আমরুল্লাহ, ফাদলুল্লাহ। আমানুল্লাহ, নুরুল্লাহ, কুতবুল্লাহ, সায়ফুল্লাহ, ফারমানুল্লাহ, বুরহানুল্লাহ, প্রশংসা সূচক শব্দাবলির কোন একটির যোগভিন্ন কখনও তার নাম উচ্চারণ করেন না। বাংলাদেশের লোকেরা তাকে বড়পীর সাহেব নামে অভিহিত করে থাকেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে নিম্নোক্ত ১১ জন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন বলে বাহজাতুল আসরারে উল্লিখিত হয়েছে: ঈসা (মিসরে ০০০-৫৭৩ হি. = ০০০-১১৭৭-৮ খ্রি.), আবদুল্লাহ (বাগদাদে ০০০-৫৮৯ হি. = ১১৯৩ খ্রি.), ইবরাহীম (ওয়াসীতে ০০০-৫৯২ হি. ১১৯৬ খ্রি.), আবদুল ওয়াহহাব (বাগদাদে ০০০-৫৯৩ হি. = ১১৯৭ খ্রি.), ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ (বাগদাদে ০০০-৬০০ হি. = ১২০৪ খ্রি.), আবদুর রায্যাক (বাগদাদে ০০০-৬০৩ হি. = ১২০৭ খ্রি.), মুসা (দামেশকে ০০০-৬১৮ হি. = ১২২১ খ্রি.), আবদুল আযীয (সিনযারের অন্তর্গত

জিয়াল গ্রামে হিজরত করেন (০০০-৬০২ হি. = ১২০৫ খ্রি.), আবদুর রাহমান (০০০-৫৮৭ হি. = ১১৯১ খ্রি.) ও আবদুল জব্বার (০০০-৫৭৫ হি. = ১১৭৯-৮০ খ্রি.)। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের প্রকাশিত বড় পীর ছাহেবের জীবন ও কর্ম দেখুন।

পিতা সম্পর্কে নানা কিংবদন্তির প্রসারে তাঁর সন্তানদেরও অবদান রয়েছে। সিবত ইবনুল জাওয়ীর মতে খলীফা নাসিরের রাজত্বে তাঁর ওয়াযির আবু ইউনুসের দাবিতে শায়খ আবদুল কাদির ^{রাহিমুল্লাহ} ^{আলায়হি} -এর পরিবার সাময়িকভাবে বাগদাদ হতে নির্বাসিত হন। মঙ্গোলিরা বাগদাদ আধিকার করলে তাঁর কয়েক জন নিহত হন। কিন্তু উল্লিখিত সকালে ভিন্ন কাদিরিয়া তরীকার কেন্দ্র বরাবর বাগদাদেই রয়েছে।

০২ জুন ২০১১
চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

কসীদায়ে গাউসিয়া

এ মুবারক কসীদাখানা গাউসুল সাকালাইন হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহিমাহুল্লাহ-এর অপূর্ব সৃষ্টি। সারা বিশ্বে এ কসীদাটি খুবই সমাদৃত। এর ফযীলত অনেক।

- এ কসীদাটি নিয়মিত প্রতিদিন ১১ বার পাঠ করলে আল্লাহর প্রিয় হাওয়া যায়।
- যে কোন উদ্দেশ্যে এ কসীদা ৪০দিন পাঠ করলে সফল কাম হওয়া যায়।
- প্রতিদিন পাঠ্যরূপে পাঠ করলে আরবী বিদ্যায় সর্ববিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করা যায়।
- কাদেरीয়া সিলসিলার তরীকা মতে পাঠ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কসীদা পাঠের নিয়ম: পূর্ণ আস্থা ও আন্তরিক মনোভাব নিয়ে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- সহকারে নিম্নের দরুদ শরীফটি পাঠ করে কসীদা আরম্ভ করবে।

দরুদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْاَلِ - جُوْدٍ وَالْكَرَمِ مَنۢبِيعِ الْعِلْمِ
وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

سَقَانِي الْاَلِ - حُبُّ كَاَسَاتِ الْوِصَالِ	۱	فَقُلْتُ لِ - حَمْرَتِي نَحْوِيْ نَعَا لِ
---	---	---

১. ইশক আমাকে মিলনের পেয়ালা পান করালো। তাই আমি বললাম, হে আমার শারাব, আমার কাছে এসো।

سَعَتٌ وَمَشَتْ لِ نَحْوِيْ فِيْ كُوُوُسٍ	২	فَهَمْتُ بِسُكْرَتِيْ بَيْنَ الْاَلِ - مَوَالِ
---	---	--

২. সেটা পেয়ালাসমূহের মধ্যে থেকে আমার দিকে চলে আসলো। ফলে আমি বন্ধুদের মাঝে নেশায় বিভোর হয়ে গেলাম।

فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُوا ۝	۳	بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رَجَا لِ
--	---	--

৩. আমি সকল বন্ধুদেরকে বললাম, তোমরাও আমার রঙে রঙ্গিন হয়ে যাও। কেননা তোমরাওতো মরদে কামিল।

وَهُمُّوْا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي ۝	৪	فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَفَى مَلَا لِ
--	---	--

৪. তোমরা তৃপ্তি-সহকারে পান কর। কারণ তোমরা আমার সহকর্মী। জাতির সুরা পরিবেশনকারী আমার সুরাপাত্র ভরপুর করে দিয়েছে।

شَرِبْتُمْ فَضُلَّتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي ۝	৫	وَلَا نِلْتُمْ غُلُوِّي وَاتَّصَا لِ
---	---	--------------------------------------

৫. আমি নেশায় বিভোর হওয়ার পর আমার পরিত্যক্ত শরাব তোমরা পান করলে। কিন্তু তোমরা আমার উচ্চস্তর পর্যন্ত পৌছতে পারনি।

مُقَامُكُمْ الْعُلَى جَمْعًا وَلَكِنْ ۝	৬	مُقَامِي فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَا لِ
---	---	--------------------------------------

৬. তোমরা সকলের স্থান তথা মর্যাদা সুউচ্চ। তবে আমার স্থান তদপেক্ষা আরও উর্ধ্বে, যা লুপ্ত হওয়ার নয়।

أَنَا فِي حَضْرَةِ التَّقْرِيبِ وَحْدِي ۝	৭	يُصَرِّفْنِي وَحَسْبِي ذُو الْ-جَلَالِ
---	---	--

৭. আমি একাই আল্লাহর দরবারে বিশেষ সান্নিধ্য রাখি। তিনি আমার অবস্থায় বিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং মহামান্বিত আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।

أَنَا الْبَارِ يَ أَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ ۝	৮	وَمَنْ ذَا فِي الرَّجَالِ أُعْطِيَ مِثْلَ لِ
---	---	--

৮. সমস্ত শেখগণের কাছে আমি শক্তিশালী বাজপক্ষী। এমন কোন পুরুষ আছে কি যার মর্যাদা আমার সমকক্ষ?

كَسَانِي خِلْعَةً بِطَرَا ۝	৯	وَتَوَجَّيْتُ بَيْنَ الْجَانِ الْكَمَا لِ
-----------------------------	---	---

৯. আমাকে উদ্দেশ্যের পোষাক পরানো হয়েছে এবং পরিপূর্ণতার মুকুট দ্বারা আমার মস্তক শোশিভত করা হয়েছে।

وَأُطْلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمٍ ۝	১০	وَقَلَّدَنِي وَ أَعْطَانِي سُؤَالِي
-------------------------------------	----	-------------------------------------

১০. আদি ভেদ আমায় অবহিত করা হয়েছে, গলায় মালা পরানো হয়েছে এবং যা চেয়েছি, তা আমাকে দেওয়া হয়েছে।

وَوَلَّائِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا	১১	فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَا لٍ
--	----	------------------------------------

১১. সমস্ত আকতাব তথা ওলীকুলের নেতৃত্ব আমার হাতে প্রদত্ত। সুতরাং আমার আজ্ঞা সর্বাবস্থায় জারী আছে।

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بَحَارٍ	১২	لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي زَوَالٍ
--------------------------------------	----	--------------------------------------

১২. আমি যদি আমার ভেদ সাগরসমূহে ঢেলে দিই, তাহলে সমস্ত সাগর তলিয়ে যাবে, আর ফিরে আসবেনা।

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ	১৩	لَذُكَّتْ وَاخْتَفَتَ بَيْنَ الْ رَمِ الْ
--------------------------------------	----	---

১৩. আর যদি আমার ভেদ পর্বতসমূহে রাখি, তাহলে সব পর্বত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং বালির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ	১৪	لَحَمِدْتُ وَأَنْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَا لٍ
---------------------------------------	----	---

১৪. এবং যদি আমার ভেদ আগুনে রাখি, তাহলে আগুন নিভে যাবে আমার প্রচ্ছন্ন অবস্থার প্রভাবে।

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ	১৫	لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْ -مَوْلَى تَعَا لٍ
---	----	--

১৫. আর যদি আমার ভেদ মৃতদেহের ওপর রাখি, তাহলে সেটা উঠে দাঁড়াবে আল্লাহ তাআলার কুদরতে।

وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ	১৬	تَمُرُّ وَتَنْقُضِي إِلَّا أَنَا لٍ
------------------------------------	----	-------------------------------------

১৬. যত মাস বা কাল তিনি সৃষ্টি করেছেন, সবই আমার ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে ও হচ্ছে।

وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَ أَتِي وَيَجْرِي	১৭	وَتُعَلِّمُنِي فَأَقْصِرُ عَنْ جَلَا لٍ
--	----	---

১৭. আমাকে অবহিত করা হয় ও সজাগ করা হয় ওসব বিষয়ে, যা ঘটবে ও চালু হবে। অতএব স্বীয় জালালিয়াত সংবরণ কর।

مُرِيدِي هُمْ وَطِبَ وَاشْطَحَ وَعَنَّ	১৮	وَأَفْعَلُ مَا تَشَاءُ فَلَا لِسْمِ عَا لِ
--	----	--

১৮. হে আমার মুরীদ! হিম্মত কর, উল্লাসিত হও, নির্ভীকতা ও সচ্চলতা অবলম্বন কর এবং যা ইচ্ছে কর। আমার নাম যে সুউচ্চ।

مُرِيدِي لَا تَخَفُ اللَّهُ رَبِّي	১৯	عَطَانِي رِفْعَةً نِلْتُ أَلْ مَعَالِي
------------------------------------	----	--

১৯. হে আমার মুরীদ! ভয় করো না, আল্লাহ আমার মালিক। তিনি আমাকে উন্নীত করেছেন, আমি উচ্চস্তর পেয়েছি।

طُبُونِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُقْتُ	২০	وَشَاءَ أَوْسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَالِي
--	----	---

২০. আসমান-জমিনে আমার নামে ডংকা বাজতেছে এবং আমার নেকীর সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে।

بِلَادِ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي	২১	وَوَقْتِي قَبْلَ قَيْلِي قَدْ صَفَالِي
--	----	--

২১. আল্লাহর সমস্তদেশ আমার সাম্রাজ্য ও অধীন এবং আমার সময়টা আমার আগে অনেক পরিস্কার ছিল।

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا	২২	كَحَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمٍ اتَّصَا لِ
--	----	--------------------------------------

২২. আমি আল্লাহ তাআলার শহরসমূহকে আল্লাহর হুকুমে রায়ের দানার মতো দেখলাম।

وَكُلُّ وَلِيٍّ عَلَى قَدَمِ يَ وَانِّي	২৩	عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَا لِ
---	----	--

২৩. সব ওলীগণ আমার পদতলে আর আমি পূর্ণিমার চন্দ্র নবী করীম ﷺ-এর পদতলে।

مُرِيدِي لَا تَخَفُ وَاشِ فَاِنِّي	২৪	عَزُومٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَا لِ
------------------------------------	----	------------------------------------

২৪. হে আমার মুরীদ! পরনিন্দাকারীদের ভয় কর না। আমি দৃঢ় সংকল্পকারী যুদ্ধে শত্রু বাহিনীকে নিপাতকারী।

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى سِرْتُ قُطْبًا	২৫	وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى أَلْ مَوَالِي
--	----	---

২৫. আমি জ্ঞান অর্জন করতে করতে কুতুব হয়ে গেলাম এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরম সৌভাগ্য লাভ করলাম।

فَمَنْ فِي أَوَّلِي ۝ اللَّهُ مِثْلِي	২৬	وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيفِ حَا لِ
---------------------------------------	----	--

২৬. অতএব আল্লাহর ওলীগণের মধ্যে আমার মত কে আছে? আর কে আছে জ্ঞান ও হালত বিবর্তনে আমার সমকক্ষ?

كَذَا ابْنُ الرَّفَاعِي كَانَ مِنِّي	২৭	فَيْسَلُكَ فِي طَرِيقِي وَاشْتِغَالِي
--------------------------------------	----	---------------------------------------

২৭. এভাবে শায়খ আহমদ কবীর ইবনে রাফায়ীও আমার অধীনে। আমার বৃত্তি ও তরীকা সে অনুসরণ করে।

أَنَا أَلْ-حَسْرِيُّ وَالْمَجْدَعُ مَقَامِي	২৮	وَأَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرَّجَا لِ
---	----	---------------------------------------

২৮. আমি ইমাম হাসান রাযাছাঃ আলি-এর বংশধর, আর (মহাকর্ষ) মজদা আমার মকাম (স্তর) এবং আমার কদম সবলোকের ঘাড়ের ওপর।

وَعَبْدُ الْقَادِرِ أَلْ-مَشْهُورُ اسْمِي	২৯	وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَا لِ
---	----	--

২৯. আমি আবদুল কাদির নামে পরিচিত। আর আমার দাতা সাহেবে কামিল ছিলেন।

أَنَا أَلْ-جِبْلِيُّ مُحَمَّدِي الدِّينِ اسْمِي	৩০	وَأَعْلَامِي رَأْسِ أَلْ-جِبَالِ
---	----	----------------------------------

৩০. জীলানের বাসিন্দা আমি, নাম আমার মুহিউদ্দীন। আমি নিশান পর্বত শৃঙ্গে।

কসীদায়ে সুরইয়ানী

বিভিন্ন মনীষীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যবুর গ্রন্থ সুরা আর-রহমান সদৃশ্য একটি সুরা রয়েছে। হযুর আবু বাকর যখন এ সুরার কথা স্মরণ করতেন, সিজদায় পতিত হতেন। জনগণের সুবিধার্থে ও উপকারার্থে তিনি সেটা সুরয়ানী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযী আল্লাহু আনহুমা এটাকে কাব্যে রূপদান করেন। অন্য এক বর্ণনা মতে এ দুআটি কোন মানুষ, জিন বা ফিরিস্তা লিপিবদ্ধ করেনি বরং মহান আল্লাহ পাক পাথরের একটি গম্বুজ সৃষ্টি করেন, যার মধ্যে দু'আটি কুদরতের কলমে কাব্যাকারে খোদিত ছিল।

এ দু'আটির অনেক ফযীলত রয়েছে:

- যে মুমিন বান্দা এটা পাঠ করবে, তার যাবতীয় মনো বাসনা পূর্ণ হবে।
- এ দুআ পাঠ পরে যুদ্ধে ক্ষেত্রে গেলে ইনশাআল্লাহ যুদ্ধে বিজয়ী হবে।
- এ দুআ কয়েদী পাঠ করলে কয়েদ মুক্ত হবে।
- এ দুআ অসুস্থ ব্যক্তি পাঠ করলে সুস্থতা লাভ করবে।
- ঘুমাবার আগে এ দু'আ পাঠ করলে রাত্রি কালে ভয় থাকবে না।
- জিন-পরীর আসর হলে এ দু'আ পাঠ করে ফুঁক দিলে মুক্তি লাভ করবে।
- জলপথে যাত্রা কালে এ দু'আ পাঠ করলে নিরাপদ থাকবে।
- এ দু'আ পাঠে রহমতের বারি বর্ষিত হবে ও অতি বৃষ্টি বন্ধ হবে।
- এ দু'আ নিয়মিত পাঠ করলে অভাব দূরীভূত হবে।
- এ দু'আ যে নিয়তেই পাঠ করবে, সিদ্ধিলাভ করবে।

অতএব সাধারণ পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে এ দু'আটি অর্থসহ পেশ করা হলো। মহান আল্লাহ আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আমীন।

কসীদায়ে সুরইয়ানী

أَنَا أَلَمْ وَجُودُ فَاطْلُبُنِي تَحْدِنِي ۱ فَإِنْ تَطَلَّبَ سِوَا ۞ لَمْ تَحْدِنِي

১. আমি উপস্থিত, আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে, আর যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তালাশ কর, তাহলে আমাকে পাবে না।

أَنَا أَلَمْ فَضُودُ لَا تَقْصُدُ سِوَائِي ۲ كَثِيرَ أَلْ - خَلَقَ فَاطْلُبُنِي تَحْدِنِي

২. আমি উপলক্ষ্য, আমি ছাড়া সৃষ্টিকুলের অন্য কাউকে উপলক্ষ্য কর না। আমাকে তালাশ কর পেয়ে যাবে।

أَنَا الرَّبُّ الَّذِي يُخْشِي عِدَائِي ۳ جَمِيعُ أَلْ - خَلَقَ فَاطْلُبُنِي تَحْدِنِي

৩. আমি এমন প্রভু, সৃষ্টিকুলের সবাই আমার আযাবকে ভয় করে। তাই আমাকে তালাশ কর পেয়ে যাবে।

أَنَا أَلَمْ لَكَ أَلَمْ هَيْمِنْ جَلَّ قَدْرِي ۴ عَظِيمُ أَلَمْ لَكَ فَاطْلُبُنِي تَحْدِنِي

৪. আমি মহাপ্রতাপশালী সম্রাট। আমার মর্যাদা মহান, আমার সম্রাজ্য বিশাল, তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَنَا أَلَمْ عِبُودُ لَا تَعْبُدُ سِوَائِي ۵ أَنَا أَلْ - جَبَّارُ فَاطْلُبُنِي تَحْدِنِي

৫. আমি একমাত্র উপাস্য, আমি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর না। আমি মহা প্রতাপশালী। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَنَا لِلْعَبْدِ أَرْحَمَ مِنْ أَحِبِّهِ ۬ وَمِنْ أَبَوَيْهِ فَاطْلُبُنِي تَحْدِنِي

৬. আমি বান্দার জন্য স্বীয় ভাই ও মাতা-পিতা থেকে অধিক দয়ালু। কাজেই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

هَلُمَّ إِلَى لَا تَقْصُدْ سِوَايَ	٧	أَنْ أَلَمْ نَأْنِ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
------------------------------------	---	---

৭. আমার দিকে এসো, আমি ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভরসা করনা। আমি সর্বহিতৈষী। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَتَذْكُرُ لَيْلَةً نَادَيْتَ سِرًّا	٨	أَلَمْ أَسْمَعْكَ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
--------------------------------------	---	--

৮. সেই রাতের কথা কি স্মরণ আছে যখন তুমি চুপে চুপে আমাকে ডাকতে? আমি কি তোমার প্রার্থনা শুনিনি? অতএব আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

فَلَا تُنْجِيكَ يَا عَبْدِي سِوَايَ	٩	مِنَ النَّيْرَانِ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
-------------------------------------	---	--

৯. হে আমার বান্দা! আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

وَلَيْسَ يَحِلُّكَ الْفِرْدَوْسَ غَيْرِي	١٠	أَنَا الرَّزَاقُ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
--	----	---

১০. আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমাকে জান্নাতুল ফেরদৌস প্রদান করতে পারবে না। আমিই রিযিকদাতা। অতএব আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَهْلُ فِي الْخَلْقِ مَنْ يُعْطِي جَزِيلًا	١١	سِوَايَ لَيْسَ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
--	----	---------------------------------------

১১. আমি ছাড়া সৃষ্টিকুলের মধ্যে কি কেউ আছে, যিনি নেয়ামত দান করতে পারবে আমি ছাড়া কেউ নাই। অতএব আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَتَعْرِفُ عَافِرًا لَّ دَنْبٍ غَيْرِي	١٢	أَنَا الْعَفَّارُ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
--	----	--

১২. আমি ভিন্ন এমন কাউকে তুমি চিন, যিনি অপরাধ ক্ষমাকারী? আমিই একমাত্র ক্ষমাশীল। সুতরাং আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

سَ أَغْفِرُ لِلْعِبَادِ وَلَا أَبَايَ	١٣	عَدَاةَ آلِ - حَشَرٍ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
---------------------------------------	----	---

১৩. শিগগিরই আমি বান্দাদেরকে ক্ষমা করবো। হাশরের দিনে আমার কোন ভয় নেই। অতএব আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

وَأَكْرَمُ مَنْ أُرِيدُ بِلاَ حِسَابٍ	১৪	أَنَا الْوَهَّابُ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
---------------------------------------	----	--

১৪. আমি যাকে ইচ্ছে, তাকে বিনা হিসেবে সহায়তা করবো, আমি ক্ষমাকারী, অতএব আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

وَأَكْرَمُ مَنْ يَتُوبُ إِلَىٰ خَوْفًا	১৫	لِيَ الْإِكْرَامِ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
--	----	--

১৫. আমি তাকে সহায়তা করবো যে ভয়ে আমার দিকে ফিরে আসে। সহায়তা করা আমার কাজ। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

وَأَرْحَمُ مِنْ عِبَادِي مَنْ عَصَانِي	১৬	بِجَهْلٍ مِّنْهُ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
--	----	---

১৬. আমি আমার বান্দাদের মধ্যে তার প্রতি রহম করবো, যে অজান্তে পাপ করে বসে। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

لِيَ الْأَعْلَاءِ وَالنَّعَمِ آءُ عَبْدِي	১৭	لِيَ الْإِلِّ - خَيْرَاتُ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
---	----	--

১৭. হে আমার বান্দা! সকল নিয়ামত অনুকম্প আমারই। সব দান-দক্ষিণা ও আমার। অতএব, আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جَمِيعًا	১৮	لِيَ الْمَلِكُوتِ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
---------------------------------------	----	--

১৮. দুনিয়া ও তন্মধ্যে সবকিছু আমারই, জগতের সকল মালিকানীও আমারই। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

تَحْدِنِي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ عَبْدِي	১৯	قَرِيبًا مِّنْكَ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
---	----	---

১৯. হে আমার বান্দা। অন্ধকার রাতে তুমি আমাকে তোমার নিকট পাবে। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

تَحْدِنِي فِي سُجُودِكَ حِينَ تَدْعُوَا	২০	وَحِينَ تَقُومُ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
---	----	--

২০. তুমি সিজদা ও কিয়ামে যখন আমাকে ডাকবে আমাকে কাছে পাবে। অতএব আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

تَجِدْنِي رَاحِمًا بَرَّارًا رَوُّوفًا	٢١	بِكُلِّ آلٍ خَلَقَ فَاطِلْبُنِي تَجِدْنِي
--	----	---

২১. সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি তুমি আমাকে দয়াবান করুনাময় ও হিতাকাঙ্ক্ষী পাবে, তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

تَجِدْنِي وَاسِعًا بِأَلٍ خَلَقَ عَبْدِي	٢٢	أَنَا أَلَمْ ذُكُورُ فَاطِلْبُنِي تَجِدْنِي
--	----	---

২২. হে আমার বান্দা! সৃষ্টিজীবে আমি অগাধ দানকারী, আমিই দানশীল। অতএব আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

تَجِدْنِي وَاحِدًا صَمَدًا عَظِيمًا	٢٣	كَثِيرَ الرِّبِّ فَاطِلْبُنِي تَجِدْنِي
-------------------------------------	----	---

২৩. তুমি আমাকে পাবে একক, মুক্ষাপেক্ষহীন সর্বশ্রেষ্ঠ ও অশেষ কল্যাণকারী হিসাবে। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

تَجِدْنِي مُسْتَعَانًا لِّي مُغِيثًا	٢٤	أَنَا الْقَهَّارُ فَاطِلْبُنِي تَجِدْنِي
--------------------------------------	----	--

২৪. তুমি আমাকে ফরিয়াদকারীদের ফরিয়াদগ্রহণকারী হিসাবে পাবে। আমি মহা প্রতাপশালী। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

إِذَا اللَّهُ فَإِنَّ نَادَانِي كَظِيمًا	٢٥	أَقُلَّ لَبَّيْكَ فَاطِلْبُنِي تَجِدْنِي
--	----	--

২৫. যখন দুঃখী ব্যক্তি আমায় দুঃখ মোচনকারী বলে ডাকবে, তখন আমি বলবো, আমি উপস্থিত আছি। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

إِذَا أَلَمْ ضُطَّرُّ قَالَ أَلَا تَرَانِي	٢٦	نَظَرْتُ إِلَيْهِ فَاطِلْبُنِي تَجِدْنِي
--	----	--

২৬. যখন কোন অসহায় বলে আমাকে কি তুমি দেখছ না? আমি তার প্রতি নজর রাখি। কাজেই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

إِذَا عَبْدِي عَصَانِي لَمْ يَجِدْنِي	٢٧	سَرِيعَ الْاِخْذِ فَاطِلْبُنِي تَجِدْنِي
---------------------------------------	----	--

২৭. আমার বান্দা যখন গুনাহ করে তখন আমাকে সাথে সাথে শাস্তিদানকারী পায় না। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

فَإِنْ هُوَ تَابَ ثُبْتُ عَلَيْهِ عَبْدِي	২৮	أَنَا التَّوَّابُ فَاطْلُبْنِي تَحِدْنِي
---	----	--

২৮. অতঃপর সে যদি তওবা করে, আমি আমার বান্দার তওবা কবুল করি। আমি অতিশয় তওবা কবুলকারী। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

وَمَنْ مِّثْلِي وَ أَتَيْنَ يَكُونُ مِثْلِي	২৯	وَلَيْسَ يَكُونُ فَاطْلُبْنِي تَحِدْنِي
---	----	---

২৯. আমার সমতুল্য কে আছে? কোথেকে হবে আমার সমতুল্য। আমার সমতুল্য কখনো কেউ হবে না। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

تَعَزَّزْنِي وَلَمْ تَرَ قَطُّ مِثْلِي	৩০	وَلَسْتُ تَرَاهُ فَاطْلُبْنِي تَحِدْنِي
--	----	---

৩০. আমায় ইজ্জত কর। আমার সমকক্ষ কখনো দেখনি, দেখবেও না। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَتَعْرِفُ مَنْ لَهُ إِسْمٌ كَإِسْمِي	৩১	أَنَا الرَّحْمَنُ فَاطْلُبْنِي تَحِدْنِي
---------------------------------------	----	--

৩১. তুমি কি এমন কাউকে জান, আমার নামে যার নাম? আমি দয়ালু, আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَتَعْرِفُ مَنْ يُعِثُّ آلَ - خَلَقَ غَيْرِي	৩২	مِنَ الْكُرْبَاتِ فَاطْلُبْنِي تَحِدْنِي
--	----	--

৩২. তুমি কি আমি ভিন্ন এমন কাউকে জান, যে মখলুককে বিপদসমূহে সাহায্য করে? আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَتَعْرِفُ سَاتِرًا اللَّعِيبِ غَيْرِي	৩৩	أَنَا السَّتَّارُ فَاطْلُبْنِي تَحِدْنِي
--	----	--

৩৩. তুমি কি আমি ভিন্ন এমন কাউকে জান, যে দোষ-ত্রুটি গোপনকারী? আমিই বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপনকারী। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَتَعْرِفُ مُنْقِذًا غَيْرِي سَرِيعًا	৩৪	مِنَ الْهَلَكَاتِ فَاطْلُبْنِي تَحِدْنِي
---------------------------------------	----	--

৩৪. তুমি কি আমি ছাড়া এমন কাউকে জান, যে ধ্বংস হতে সাহসা অব্যাহতি দান করে? তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَتَعْرِفُ مَنْ يَقُلُ لِلشَّيْءِ ۚ غَيْرِي	৩৫	تَكُنْ فَيَكُونُ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
---	----	---

৩৫. তুমি কি আমি ছাড়া এমন কাউকে জান, যে কোন বস্তুকে হয়ে যাও বললে হয়ে যায়। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَنَا اللَّهُ الَّذِي لَا شَيْءَ ۚ مِثْلِي	৩৬	أَنَا الَّذِي أَنْ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
--	----	---

৩৬. আমি আল্লাহ এমন যে, আমার মতো কিছুই নেই। আমিই হিসেব গ্রহণকারী। অতএব আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَنَا أَمْلِكُ أَلَمْ تُؤْكَلْ وَكُلُّ مُلْكٍ	৩৭	لِي أَلْ-مِيرَاثُ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
---	----	--

৩৭. আমি বাদশাহের বাদশা এবং সমগ্র রাজ্য আমার মীরাস। অতএব আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَنَا أَفْنِي الدُّهُورَ وَقَبْلَ قَبْلِ	৩৮	وَبَعْدَ الْبَعْدِ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
--	----	---

৩৮. আমি আগের আগে এবং পরের পর যুগকে বিলীন করি। অতএব আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَنَا الْوَهَّابُ يَا عَبْدِي سَرِيعًا	৩৯	وَفِي الْعَهْدِ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
--	----	--

৩৯. হে আমার বান্দা! আমি দাতা, অতি তাড়াতাড়ি ওয়াদা পূরণ করি। তাই আমাকে তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

أَنَا الْفَرْدُ أَلَمْ دَبَّرْ فَوْقَ عَرِشِي	৪০	بِلَا التَّكْنِيفِ فَاطْلُبْنِي تَحْدِنِي
---	----	---

৪০. আমি একাকী আপন আরশের ওপর অজানা অবস্থায় অধিষ্ঠিত হয়ে জগত পরিচালনাকারী। অতএব আমায় তালাশ কর, পেয়ে যাবে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.